বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে মৎস্য অবমুক্ত করল মৎস্যজীবী দল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে মৎস্য অবমুক্ত করা হয়েছে। শনিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাটিকামারী জলমহলে এ মৎস্য অবমুক্ত করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি, সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনারুল হক কালু, ‘জনতার চেয়ারম্যান’ শফিকুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য কিয়ামদ্দিন, সাবেক ছাত্রনেতা ও জেলা মৎস্যজীবী দলের অন্যতম নেতা মো. মুখলেসুর রহমান জাফর এবং চাঁদবিল মৎস্যজীবী দলের অন্যতম নেতা মো. সাব্দার আলী।

এ সময় যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল, মৎস্যজীবী দল, তাঁতী দলসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরে ইমামের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে জীবন বীমার নামে টাকা নেওয়া ও পাওনা টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

মাসুদ খান বলেন, তিনি বিদেশে কর্মরত থাকাকালে ২০১৫ সালে রোকনুজ্জামান তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার হাসিকে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে জীবন বীমা করার প্রস্তাব দেন। ১০ বছরে ৫ লাখ টাকা জমা করলে ১০ লাখ টাকা পাওয়া যাবে বলে তাকে জানানো হয়। একই সঙ্গে বীমা কোম্পানি টাকা দিতে কোনো তালবাহানা করলে তিনি নিজে সব টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে রোকনুজ্জামান প্রতি বছর ৫৫ হাজার ১৫০ টাকা করে নিয়ে মোট ৪ লাখ ৪১ হাজার ২০০ টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে লাভসহ ৫ লাখ ৩৬ হাজার ৫৮০ টাকা পাওনা হয়েছে বলে দাবি করেন মাসুদ খান।

তিনি বলেন, পাওনা টাকা ফেরত চাইলে রোকনুজ্জামান বিভিন্নভাবে সময়ক্ষেপণ করতে থাকেন। গত ১১ জুলাই দুপুর ১২টার দিকে তার বাড়িতে গিয়ে টাকা চাইলে টাকা দেবেন না বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

রোকনুজ্জামান হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হওয়ায় তার স্ত্রী সরল বিশ্বাসে জীবন বীমার জন্য টাকা দিয়েছিলেন। এখন ওই টাকা ফেরত না দিয়ে আত্মসাতের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ ঘটনায় রোকনুজ্জামানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাওনা টাকা উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী মাসুদ খান ও তার স্ত্রী মোছা. মুকুলা আক্তার।

মুজিবনগরে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

‘দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬’ কর্মসূচি উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রচার অভিযান, আলোচনা সভা ও সচেতনতামূলক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথমে প্রচার-পূর্ব আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রুপায়ন দেব।

সভায় নির্বাহী অফিসার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬ কর্মসূচি শুরু হবে। এ উপলক্ষে সকাল ৯টায় ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়।প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা:আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্য (তদন্ত) সেলিম রেজা, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

অংশগ্রহণকারীরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে জমে থাকা পানি অপসারণ, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং নিজ নিজ বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রূপায়ণ দেব বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সম্মিলিতভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনসচেতনতা ও সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে।

পিএইচডি ডিগ্রি পেলেন জেলা ও দায়রা জজ মো. তাজুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে পিএইচডি (ডক্টর অব ফিলোসফি) ডিগ্রি অর্জন করেছেন বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মো. তাজুল ইসলাম। গত ১৩ আগস্ট ২০২৬ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে এ ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

ড. মো. তাজুল ইসলামের গবেষণার বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশে মান্ধাতা আমলের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা: বিকল্পের সন্ধানে’। গবেষণাটির ইংরেজি শিরোনাম ‘Archaic Quandary of Criminal Justice System in Bangladesh: Quest for the Alternative’।

গবেষণায় বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত পুরোনো আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার বিকল্প ও সংস্কারের বিভিন্ন দিক বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত প্রায় দুই শতাব্দী পুরোনো আইনগুলোকে বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক ‘বেস্ট প্র্যাকটিস’-এর সঙ্গে সমন্বয় করে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আনার সম্ভাবনা গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা-ভোসে) দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা

শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা গবেষণাকর্মটির বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতার প্রশংসা করেন বলে জানা গেছে।

পিএইচডি অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় ড. মো. তাজুল ইসলাম মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। একই সঙ্গে তাঁর শিক্ষক, গবেষক দল ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশের কল্যাণ ও বিচারব্যবস্থার উন্নয়নে কাজে লাগানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বর্তমানে ড. মো. তাজুল ইসলাম মেহেরপুর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৮৪ সালের ৩১ জানুয়ারি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কুশোডাঙ্গা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ২০০০ সালে এসএসসি এবং ২০০২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে ২০০৬ সালে এলএলবি (অনার্স) এবং ২০০৭ সালে এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগ থেকে মাস্টার্স এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ থেকে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন।

তৃতীয় বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় প্রথমবারেই উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৮ সালে সহকারী জজ হিসেবে খুলনা জেলা জজশিপে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর বিচারিক কর্মজীবন শুরু হয়।

পরবর্তী সময়ে পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ঢাকায় এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে ঠাকুরগাঁও, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ জেলা জজশিপে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা জজশিপে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

বিচারিক দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন পর্যায়ে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও মামলাজট কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ২০২২ সালে ৫৫টি হত্যা মামলা নিষ্পত্তি করে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ‘[illegible]’, [illegible] ‘Juvenile Delinquency in Bangladesh: Identifying the Causes with Prevention and Rehabilitation’ [illegible] ‘[illegible]: [illegible]’–[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

[redacted]

মূল্যায়নের জন্য ৫৬ জন করে পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষক। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো ফি নেওয়া হয়নি।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষার্থীদের খাতার জন্য পরীক্ষার্থীপ্রতি চার টাকা করে দিয়ে একটি পরীক্ষা তহবিল গঠন করেছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ওই তহবিলের অর্থে খাতা ক্রয় করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার মেটানো হচ্ছে জেলা প্রশাসনের তহবিল থেকে।

সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত ট্যাগ অফিসার মাহবুবুল হক জানান, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডে মেহেরপুর জেলার পাসের হার ছিল ৬২ দশমিক ৭০ শতাংশ, যা বোর্ডের ১০টি জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন। তবে ২০২৬ সালে জেলাটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি বা সন্ধানীর মতো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভালো ফল করলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি ও সাধারণ বিদ্যালয়গুলোর দুর্বল ফলাফল এখনো জেলাটিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পিছিয়ে রাখছে।

ঝিনাইদহে রেললাইন, মেডিকেল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেললাইন সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ জেলা রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতাকর্মী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির সভাপতি এনএম শাহজালাল, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান পিন্টু, গণঅধিকার পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল এনাম পল্লব, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য ফ্রন্টের সভাপতি তপন কুমার বিশ্বাস, জজ কোর্টের এপিপি এ্যাড. মনিরুল ইসলাম মিল্টন, বাসদের সমন্বয়ক এ্যাড. আসাদুল ইসলাম, ওয়জির আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাহিদ আক্তার, সাবেক অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান ডিটু, সাংবাদিক আজিজুর রহমান ছালাম, ইসলামী ছাত্র ফ্রন্টের নেতা আব্দুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঝিনাইদহ শহরে দীর্ঘদিন ধরে রেল যোগাযোগ ও উন্নত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত।

এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে জেলা শহরে রেললাইন সংযোগ, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জানান।

এছাড়া ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ও মাগুরা জেলার পণ্য পরিবহন যোগাযোগের ভোগান্তি কমাতে মাওয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে দ্রুত দ্বিতীয় পদ্মাসেতু স্থাপনের দাবী তুলে ধরেণ। অবিলম্বে এই ন্যায্য দাবিগুল পূরণ করা না হলে আগামীতে আরও কঠোর ও বৃহত্তর আন্দোলনের হুসিয়ারী দেন বক্তারা।

মেহেরপুরে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপের (পিএফজি) ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ওভারট্রাম্প রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এফসিডিও-এর অর্থায়নে ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের

সহযোগিতায় আয়োজিত সভায় পিএফজির সম্মিলিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, স্ব-মূল্যায়ন এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও পিস অ্যাম্বাসেডর মো. সিরাজ উদ্দীন। সঞ্চালনা করেন পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়েদাতুন নেসা নয়ন। সভায় মূল আলোচনা ও পিএফজির স্ব-মূল্যায়ন বিষয়টি উপস্থাপন করেন এরিয়া কোঅর্ডিনেটর এস. এম. রাজু জবেদ। পরে পিএফজি সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে বর্তমানে পিএফজি কোন পর্যায়ে রয়েছে, এর অর্জন, সক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় চিহ্নিত করা হয়।

সভায় গত ত্রৈমাসিকের কার্যক্রম ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। এ সময় পিএফজির সম্মিলিত উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন, নারী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কালীগাংনীতে আলোচনা সভা এবং ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপের (ওয়াইপিএজি) মাধ্যমে সামাজিক উদ্যোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়।

আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ স্থান হিসেবে বুড়িপোতা ইউনিয়নের খালপাড়া এলাকা চিহ্নিত করা হয়। সেখানে স্থানীয় জনগণ, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক গোষ্ঠী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে সম্প্রীতি সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সভায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মো. জব্বারুল ইসলাম, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. আল মাসুম, জাতীয় পার্টির মামলত হোসেনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। নারী প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে ইভট্রিসিয়া সুমি বিশ্বাসসহ সংশ্লিষ্ট পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিএফজি সদস্যরা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভা শেষে পিস অ্যাম্বাসেডর সাইয়েদাতুন নেসা নয়ন ও আজমল হোসেন মিন্টু বলেন, “আজকের স্ব-মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর মাধ্যমে আমরা পিএফজির বর্তমান অবস্থান আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি।” তারা আরও বলেন, নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহিংসতা প্রতিরোধ, পারস্পরিক সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সম্প্রীতি

জোরদারে আরও সক্রিয় ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা আশা প্রকাশ করেন, পিএফজির সম্মিলিত উদ্যোগ ও স্থানীয় অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মেহেরপুরে শান্তি, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সামাজিক সম্প্রীতি আরও শক্তিশালী হবে।

মেহেরপুর হাসপাতালের লিফট বিড়ম্বনা; কর্তৃপক্ষ উদাসীন

মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবনের লিফটে আটকে পড়া আটজন রোগী ও স্বজনকে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা করে লিফটের লক ভেঙে তাদের উদ্ধার করা হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার ইদ্রিস আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতালে দফায় দফায় লিফট আটকে পড়ার ঘটনায় উদ্বিগ্ন রোগী ও তাদের স্বজনরা। লিফটে আটকে পড়া আটজনের মধ্যে কয়েকজন অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে শ্বাসকষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

লিফটে আটকে থাকা জুগিন্দা গ্রামের শুভ জানান, ফার্মেসি থেকে রোগীর জন্য ওষুধ নিয়ে সাত তলায় যাচ্ছিলেন। এ সময় লিফটে তারা আটজন ছিলেন। চার তলায় পৌঁছালে লিফটটি আটকে গিয়ে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ভেতর থেকে অনেক চেষ্টা করেও তারা দরজা খুলতে ব্যর্থ হন। পরে মোবাইল ফোনে নিচে থাকা লোকজনকে খবর দেওয়া হলে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে আসে।

ফায়ার সার্ভিসের টিম প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও লিফটের দরজা খুলতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে লিফটের লক ভেঙে আটজনকে উদ্ধার করা হয়।

ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার ইদ্রিস আলী জানান, আটজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে লিফটের ভেতরে অক্সিজেনের ঘাটতি হওয়ায় কয়েকজন শ্বাসকষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এ সময় আটকে থাকা লোকজন হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের ওপর হামলা করলে স্থানীয়রা পাল্টা হামলা চালায় বলে জানা গেছে। পরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর বলেন, হাসপাতালে রোগীর স্বজন ও স্থানীয়দের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবন কয়েক মাস আগে উদ্বোধন করা হয়েছে। এরই মধ্যে এক মাসে তিনবার লিফট আটকে যাওয়ার ঘটনা ঘটলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন মেহেরপুরবাসী।

নতুন ভবন নির্মাণের সময় নিম্নমানের লিফটের সরঞ্জাম ব্যবহার করায় বারবার লিফট আটকে যাওয়ার অভিযোগ থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনো কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) জাহিদুর রহমান জানান, কয়েকবার লিফট আটকে যাওয়ায় সবাই চিন্তিত। তবে আনসার সদস্যদের দিয়ে লিফট পরিচালনা করা হচ্ছে। যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে মাছ ও সবজির বাজার চড়া

মেহেরপুরের বড় বাজারসহ জেলার বিভিন্ন বাজারে মাছ ও সবজির দাম বেড়েছে। বিশেষ করে মাছের বাজারে ২০০ টাকার নিচে কোনো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর বড় বাজারসহ জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, খুচরা বাজারে পিয়াজ ৫০ টাকা,রসুন ১০০ টাকা,আলু ২৫

টাকা,গাজর ১৩৫-১৪০ টাকা, আদা ১৭০-১৮০ টাকা, টমেটো ১১৫-১২০ টাকা, বেগুন ৯০-১০০ টাকা, কাঁচা মরিচ ৬০-৬৫ টাকা এবং বরবটি ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া শসা ৫৫-৬০, লাউ ৪৫-৫০, ওল ৪৫-৫০, ঝিঙে ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৫০,লালশাক ৪০ টাকা, কাকরুল ৫০ এবং করলা ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে।

পাইকারি ও খুচরা বাজারের দামের তুলনায়ও বেশ কিছু পণ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। পাইকারি বাজারে বেগুন ৭৫-৮০ টাকা, টমেটো ১০০-১০৫ টাকা, গাজর ১১৫-১২০ টাকা, আদা ১৫০-১৫৫ টাকা, কাঁচা মরিচ ৪৫-৫০ টাকা এবং বরবটি ৪৫-৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে বেগুন, টমেটো, রসুন,গাজর, আদা ও বরবটির দাম তুলনামূলক বেশি বলে ক্রেতা-বিক্রেতারা জানিয়েছেন। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, বৃষ্টি ও সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে কয়েকটি সবজির দাম বেড়েছে।

সবজি ক্রেতা আনসারুল হক বলেন, “গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে কিছু কিছু সবজির দাম একটু বেশি। আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। বাড়তি দামে সবজি কিনতে কষ্ট হচ্ছে। তবে কাঁচা মরিচের দাম স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।”

সবজি ক্রেতা রাজু আহমেদ বলেন, “সবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের সব সময়ই দরকার। দাম কমুক বা বাড়ুক, কিনতেই হবে। কিছু কিছু সবজির দাম ঠিক থাকলেও বেগুনসহ কয়েকটি সবজির দাম বেশি।”

ব্যবসায়ী জাব্বার হোসেন বলেন, “গত সপ্তাহের চেয়ে এ সপ্তাহে মালের দাম কিছুটা কম। তবে বেচাকেনাও কম। কয়েকটি জিনিসের দাম একটু বেশি হয়েছে। বর্ষায় ফুল-জালি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেগুন, পটল ও মিষ্টি কুমড়ার দাম বেড়েছে। এছাড়া আলু, কাঁচা মরিচ, কচুসহ অনেক সবজির দাম স্বাভাবিকের মধ্যেই আছে।”

খুচরা সবজি বিক্রেতা মিজানুর রহমান বলেন, “আগে মালামালের দাম কম ছিল, তাই বিক্রিও বেশি হতো। এখন প্রায় সব মালামালের দাম আগের তুলনায় বেশি। আগে যে বেগুন ৫০-৬০ টাকায় বিক্রি করতাম, এখন তা ১০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করতে হচ্ছে। পটলও ৫০-৬০ টাকা দরে বিক্রি করতে হচ্ছে।”

ব্যবসায়ী কাউসার বলেন, “বৃষ্টির কারণে অনেক পণ্যের আমদানি কমে গেছে। এ কারণে কিছু পণ্যের দাম বেশি। বাজারে ক্রেতার আগমনও কম,

ফলে খুচরা বেচাকেনা অনেক কমে গেছে। চাষিরাও সমস্যায় আছেন। যে পরিমাণ মাল হওয়ার কথা, তা হচ্ছে না। অনেক চাষি অল্প পরিমাণ পণ্য বাজারে নিয়ে আসছেন।”

সবজির পাশাপাশি মেহেরপুরের মাছের বাজারে চড়া দাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে বেশি অসন্তোষ দেখা গেছে। বাজারে তেলাপিয়া ও পাঙ্গাস মাছ প্রতি কেজি ২০০ টাকা, কাতলা ৩০০ টাকা, বাটা ১৯০-২০০ টাকা, কই ২১০-২২০ টাকা এবং জিউল মাছ ৩০০-৩৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

এছাড়া মাঝারি আকারের ইলিশ প্রতি কেজি প্রায় ৭০০ টাকা, চিংড়ি ৮০০ টাকা এবং গ্লাসকাপ মাছ ২৮০-৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। পাইকারি বাজারে তেলাপিয়া ১৮০, পাঙ্গাস ১৭০, কাতলা ২৭০, বাটা ১৭০, কই ১৯০ এবং ইলিশ ৬৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী সুজল কুমার হালদার বলেন, “ইলিশ মাছসহ প্রায় সব মাছের দামই একটু বেশি। এখন খাল-বিলেও মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময়ে মাছ ধরার পরিমাণ কম থাকায় বাজারে আমদানিও কম। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে কিছুটা দাম বেড়েছে। তবে বাজারে মাছের চাহিদা বেশি।”

আরেক মাছ ব্যবসায়ী সুনীল কুমার হালদার বলেন, “বাজারে মাছের আমদানি কম হওয়ায় দাম বেশি। চাহিদা অনুযায়ী মাছ পাওয়া গেলে দাম কমে যাবে বলে আশা করছি।”

মাছ ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, “আগের তুলনায় সব ধরনের মাছের দামই বেশি। ইলিশসহ যেকোনো মাছ কিনতে বেশি টাকা লাগছে। বাজারে ঘুরে দেখা যাচ্ছে, কেজিপ্রতি ২০০ টাকার নিচে মাছ খুব কমই পাওয়া যাচ্ছে। মাছ সবারই প্রিয়, তাই দাম কিছুটা কমলে সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধা হতো।”

বাজারে আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০ টাকা এবং আটা ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। মসুরি ডাল ১১০-১২০ টাকা, কলাই ডাল ১৭০ টাকা, মটর ডাল ৬৫ টাকা, সুলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাংসের বাজারে গরুর মাংস প্রতি কেজি ৭৫০ টাকা, খাসির মাংস ১১০০ টাকা এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে বয়লার মুরগি ১৭০-১৮০ টাকা, সোনালি ২৬০-২৮০ টাকা, লেয়ার ৩৪০-৩৫০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া চিনিহাস

৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

তবে মুরগি ও হাঁসের বিক্রেতাদের দাবি, এসব পণ্যের দাম মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় বেচাকেনা আগের তুলনায় কমেছে।

সার্বিকভাবে বাজারে কিছু পণ্যের দাম স্বাভাবিক থাকলেও মাছ, বেগুন, গাজর, আদা ও টমেটো সহ কয়েকটি সবজির বাড়তি দাম সাধারণ ক্রেতাদের ওপর চাপ তৈরি করছে। ক্রেতাদের দাবি, বাজারে পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি পাইকারি ও খুচরা দামের ব্যবধানও নজরদারির আওতায় আনা প্রয়োজন।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. হাসিবুজ্জামান স্বপন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম।

সমাবেশে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার অগ্রগতি, নিয়মিত উপস্থিতি, ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।

এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিন স্বাগত বক্তব্য দেন। সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. হাফিজুজ্জামানসহ সহকারী শিক্ষক

মো. আবুল হাসান, মো. হাবিবুর রহমান, মো. রাফিউল ইসলাম, মো. বশির আহমেদ, মো. ফারাহ হোসেন লিটন, মো. তাসনিম জাহান তুষার, মো. গাজিউর রহমান, মো. রিপন, মো. ইব্রাহিম খলিল, মো. রুবেল হোসেন, মোছা. শাহানাজ খাতুন ও মোছা. নার্গিস চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য দেন মো. সাহাবুদ্দিন, মো. আশরাফ ও মোছা. খাদিজা খাতুন। এ সময় অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে মো. হাসিবুজ্জামান স্বপন বলেন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব।